নবীন যদুর বংশ

অশ্রুকুমার সিকদার

সূচিপত্র

এরেনবুর্গ-আত্মচরিত	....	১৫
মৃত্যুপুরীর দুই বাসিন্দা	....	২৯
বোর্হেসের গোলকধাঁধা	....	৩৮
১,৭৪,৫১৭ নম্বরের জবানবন্দী	....	৫০
হেরমান হেসে ও তাঁর ভারতীয়তা	....	৬৪
পিতৃভূমির পিতৃপুরুষেরা	....	৭৩
‘চারিদিকে নবীন যদুর বংশ’	....	১০১
গোপীনাথ মহান্তি : রাজ্যচ্যুত রাজা	....	১১৫
হাসান আজিজুল হকের ‘নিজস্ব উপনিবেশ’	....	১৩৬

এরেনবুর্গ-আত্মচরিত

ইতিহাস রচনা করা কঠিন। যে নৈর্ব্যক্তিকতা ঐতিহাসিকের প্রয়োজন তা ঐতিহাসিক কোনোদিন সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন না বোধ হয়। যথাসাধ্য নৈর্ব্যক্তিকতার অতিরিক্ত কিছু ঐতিহাসিকের কাছে দাবি করা যায় না। যে দেশে তার বাস, যে-কালে ও যে-শ্রেণিতে তার জন্ম, তার বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গী যে ঐতিহাসিককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এ কথা এখন সর্বজনস্বীকৃত। কেউ বহুল পরিমাণে সে প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন, কেউ পারেন না। তাছাড়া আদালতের বিচারকের মতো ঐতিহাসিকও নির্ভর করতে হয় প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যের উপরে। অথচ বিচারকের মতো ঐতিহাসিকও জানেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয়, তার সাক্ষ্যও ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অভিলাষের দ্বারা অনেক পরিমাণে রঞ্জিত। পারি নগরীতে নির্বাসিত লেনিনকে দেখে সরল বলে মনে হয়েছিল; যে সারল্য একমাত্র মহাপুরুষের থাকে সেই সারল্য লেনিনের মধ্যে আছে—এরেনবুর্গ মনে করেছিলেন। এই বর্ণনার কতখানি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, কতখানি পরবর্তী চিন্তন তা অনুমান করা কঠিন। আজ যখন সোভিয়েট নেতৃবর্গ স্টালিনের প্রতিমাপূজক হতে অরাজি হয়ে লেনিনের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত, তখন এরেনবুর্গ তার দ্বারা কি কিঞ্চিৎমাত্রও প্রভাবিত হননি? এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা না করে, মনে করা যাক এই লেনিন সম্বন্ধে অন্য একজন মানুষের প্রতিক্রিয়া। অসংখ্য কুলাকের হত্যার বিবরণ বলে যখন উল্লাসে লেনিন হেসে উঠেছিলেন, তখন বার্ট্রাণ্ড রাসেল লিখছেন যে তাঁর রক্ত জমাট হয়ে গিয়েছিল সেই পৈশাচিকতায়। এই রকম পৃথক সময়ের বিবরণে শুধু নয়, অভিন্ন ঘটনার বিবরণেও দুইজন প্রত্যক্ষদর্শীতে অশেষ পার্থক্য দেখা যায়।

ইতিহাসের অন্যতম উপকরণ যে আত্মচরিতাবলী সেই আত্মজীবনী লেখাও কঠিন ব্যাপার। ইতিহাসের মতো নৈর্ব্যক্তিকতা আত্মজীবনীতে কেউ আশা করে না, আশা করে অবৈকল্য, অকাপট্য। আত্মজীবনীতে ইতিহাসের আপেক্ষিক নৈর্ব্যক্তিকতাও আশা করা যায় না কারণ আত্মজীবনী, সংজ্ঞানুযায়ী, একজন মানুষের ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখা; আর অধিকাংশ আত্মজীবনীর উদ্দেশ্য পরবর্তীকালের বিচারশালায় আত্মপক্ষ সমর্থন। নিজের অতীত আচরণের জন্য উত্তরকালে যখন আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা প্রবল হয় এবং সেই প্রয়োজনের বশে যে আত্মচরিত রচিত হয় তাতে যে

জীবনের নির্বাচিত অংশকে গোপন করার ও নির্বাচিত অংশকে প্রকাশ করার প্রবণতা কাজ করবে, তা স্বাভাবিক। যে রুশো আত্মজীবনের প্রারম্ভে আত্মম্ভরি ঘোষণা করেছিলেন যে নিজেকে এমন সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার দায়িত্ব ইতিপূর্বে আর কেউ নেয়নি, তিনিও যে জীবনের কয়েকটি মসীলিপ্ত অধ্যায় মৌনে এড়িয়ে গেছেন তা পরবর্তী গবেষকদের কাছে ধরা পড়ে গেছে।

এরেনবুর্গ যে দেশে বাস করেন, সেই দেশের ব্যবস্থা আত্মজীবনী রচনার অবৈকল্য ও অকাপট্যের পক্ষে সহায়ক মনে করি না। যে দেশের ইতিহাস বারবার পুনর্লিখিত হয়, কোনো সংস্করণে একজন প্রাধান্য পায়, অন্য কোনো সংস্করণের নির্ঘণ্টে তার নাম পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না, সে দেশে আত্মজীবনী-রচনার সততা বজায় রাখা কঠিন কর্ম যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষত রাষ্ট্র যখন বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস করে এবং সেই মতবাদে দীক্ষা নেওয়া যখন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে আন্তরিক না হলেও আবশ্যিক হয়ে ওঠে তখন আত্মচরিত-রচয়িতার কাজ শুধু আত্মপক্ষ সমর্থন করেই ক্ষান্ত হয় না, তার কাজ হয়ে ওঠে দেশের ব্যবস্থা ও মতবাদকেও সমর্থন। শুধু আত্মপক্ষ সমর্থনেই যেখানে কাপট্যের সম্ভাবনা, সেখানে রাষ্ট্রনীতি বা বিশিষ্ট মতবাদকে সমর্থন করতে গেলে সততার সম্ভাবনা আরও সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, আত্মজীবনী সাহিত্যের অন্যতম শাখা। সাহিত্যের জনক স্বাধীনতা। সাহিত্যিক নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করার সময় দুটি শব্দের মধ্যে সবচেয়ে সংগত শব্দটিকে নির্বাচন করার সম্পূর্ণ স্বাধিকার দাবি করেন। দুটি শব্দের মধ্যে এই নির্বাচনের স্বাধীনতা আসলে সত্য ও অর্ধ-সত্য বা মিথ্যার মধ্যে নির্বাচনের স্বাধীনতা। যেখানে সেই স্বাধীনতা নেই সেখানে সত্য অপ্রকাশিত থাকে, সুন্দর সাহিত্যও রচিত হয় না। স্বাধীনতার এই তাৎপর্য এরেনবুর্গ জানেন—সতেরো বছর বয়সে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি প্রথম এবং চিরদিনের জন্যে বুঝেছিলেন স্বাধীনতার অর্থ ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে খুশি যেতে পারার অধিকার। স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এই স্মৃতিকথায় বারেবারে এসেছে। তিনি উদ্ধৃত করেছেন সাংকোর উদ্দেশ্যে কিহোতির উক্তি, 'স্বর্গের যাবতীয় দানের মধ্যে স্বাধীনতাই সর্বোত্তম।' অথচ স্টালিনশাসিত রুশদেশ এই অধিকার দিতেই অরাজি ছিল, এখনো যে সম্পূর্ণ রাজি তার কোনো প্রমাণ নেই। অথচ ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকে খুশি যেতে পারার অধিকার আর দুটি সম্ভাব্য শব্দের মধ্যে একটিকে নির্বাচনের অধিকার আসলে একই অধিকার। শুধু যে ডাইনে-বাঁয়ে যাবার অধিকার ছিল না তাই নয়, কোনটি ডান কোনটি বাম চেনাও কঠিন ছিল—আজ যেটা ডান প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে দেখা যেতে পারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সেটা বাম হয়ে গেছে। এই দুঃস্বপ্নময় শ্বাসরোধকারী পরিবেশে বাস করে মহৎ আত্মজীবনী রচনার উপযুক্ত অবৈকল্য ও সততা বজায় রাখা কঠিন। এবং সে কথা প্রকারান্তরে এরেনবুর্গ স্বীকার করেছেন। সম্পূর্ণ সততা যে এ বিষাক্ত পরিবেশে সম্ভব নয় এই কথা

স্বীকার করে এরেনবুর্গ যে সততার পরিচয় দিয়েছেন তাতেই তাঁর আত্মচরিত মর্যাদা পেয়েছে।

আত্মচরিত রচনায় স্মৃতিকে সাহায্য করে পুরোনো চিঠি, বিগত দিনগুলির রোজনামচা ইত্যাদি। কিন্তু এরেনবুর্গের ক্ষেত্রে 'letters tended to be destroyed rather than preserved'। যদিও এই বাক্যটিকে লেখক ব্যাখ্যা করেননি, তবু এই অব্যাখ্যাত পঙ্‌ক্তিটির মর্ম অনুমান করে নেওয়া কঠিন নয়। নানাদেশে ভ্রাম্যমাণ এরেনবুর্গের যাযাবরবৃত্তির জন্যই যে শুধু বন্ধুদের পুরোনো চিঠিগুলি নষ্ট হয়েছে তা নয়, কেননা মহাশুদ্ধির তাণ্ডবের দিনে যেসব বান্ধব সরকারি কোপদৃষ্টিতে পিড়েছে তাদের চিঠিপত্র রক্ষা করা বিপজ্জনক। কে জানে কোন চিঠি কার বিরুদ্ধে কখন দলিলরূপে ব্যবহৃত হবে, কে জানে কোন চিঠি রাখার জন্য ভোররাত্রে কার দরজায় গোপন পুলিশের কালান্তক কড়া নেড়ে উঠবে। সুতরাং, স্মৃতি-সহায়ক সেই চিঠিগুলি নেই, রোজনামচাও নেই। অথচ স্মৃতিও অসৎ। অসৎ শুধু এইজন্য নয় যে দুর্বল স্মৃতি অর্ধ-শতাব্দী পরে অনেক কিছুই ভুলে বসে আছে, অসৎ এই কারণেও যে স্মৃতি স্বেচ্ছায় প্রয়োজনে অনেক কিছুকে ভুলে যেতে অর্থাৎ গোপন করতে বাধ্য হয়েছে— 'Forgetfulness was sometimes dictated by a sense of self-preservation'। আত্মরক্ষারও প্রয়োজনে স্মৃতি বিস্মৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সেইজন্যই বোধহয় বিপ্লবাত্মক প্রচারকর্মে লিপ্ত থাকার জন্য সতেরো বছর বয়সে যখন তিনি গ্রেপ্তার হন তখন তাঁর সহবন্দিদের অনেকের নাম উল্লেখ করলেও তিনি নিকোলাই বুখারিনের নাম উল্লেখ করেননি—যদিও বুখারিনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি বলশেভিক সংগঠনে যোগ দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারের দায়িত্ব নেন এবং এই বুখারিনই *Julio Jurenito* উপন্যাসের সোভিয়েট সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন। কিছুদিন তিনি ট্রটস্কির সাহচর্যেও কাটিয়েছিলেন ভিয়েনায়। তাঁকে আত্মজীবনীতে চিহ্নিত করেছেন X বলে। এরেনবুর্গ নিজেই স্বীকার করেছেন এখনো সকলের কথা বলার সময় আসেনি। স্মৃতি আবশ্যিক প্রয়োজনে বিশ্বাসঘাতক, চিঠিপত্র রোজনামচা নেই; এই স্মৃতিকে সাহায্য করেছে সরকারি মহাফেজখানার দলিল, জারতন্ত্রের আমলের গুপ্তচরের রিপোর্ট।

আত্মচরিত রচনা করা কঠিন। কোথায় আত্মচরিত শেষ হয় আর উপন্যাস আরম্ভ হয় তার সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা অসম্ভব। এরেনবুর্গের পরিবেশে আত্মচরিত রচনা আরও কঠিন। শিল্পতীর্থ ইটালিতে ভ্রমণকালে তরুণ এরেনবুর্গ উপলব্ধি করেছিলেন মহৎ শিল্পীর শিল্পরচনার পথে বিঘ্ন প্রয়োজন—সেই বিঘ্ন থেকেই অজেয়কে জয় করার মহাব্রতে শিল্পীর মহাযাত্রার সূত্রপাত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এরেনবুর্গ মহৎ শিল্পী নন, বিঘ্ন তাকে পীড়িত করেছে কিন্তু বিঘ্নকে জয় করার মতো অসামান্য শক্তি তাঁর ছিল না। সোভিয়েট যুগের কোনো রুশ শিল্পী এখনো পর্যন্ত পরিবেশের বিঘ্নকে অতিক্রম করার

মতো মহৎ সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারেননি—মায়াকফ্ স্কিও না, পাস্তেরনাকও না, সম্ভবত আনা আখমাতোভা একমাত্র ব্যতিক্রম। বিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারেননি, কখনো কখনো বিঘ্নকে তিনি মেনে নিয়েছেন, জেনেও এই আত্মচরিতের জন্য আমরা লেখকের কাছে কৃতজ্ঞ হতে পারি। অন্য একজন আত্মচরিত-রচয়িতার সম্বন্ধে এরেনবুর্গ যেকথা বলেছেন সে কথা তাঁর সম্বন্ধেও খাটে : 'It is a good thing that he wrote a book of memories : history is full of gorges and abysses and men have need of bridges, however fragile, to link one epoch with another'। এরেনবুর্গের আত্মচরিতও দুই যুগ, দুই শতকের মধ্যে স্মৃতির ভঙ্গুর সেতু রচনা করে। দুই যুগের প্রথম যুগের বর্ণনা প্রথম খণ্ডটিতে পাই—কোনো যুদ্ধের স্মৃতি তাদের বিব্রত করেনি, ফরাসি ইমপ্রেশনিস্টদের শূন্য কাফেতে আন্তর্জাতিক নব্যশিল্পী-সম্প্রদায় নূতন শিল্প-আন্দোলনের নান্দীপাঠ আরম্ভ করেছিলেন—এমন সময় প্রথম মহাযুদ্ধের গোলাবর্ষণের শব্দে ও রুশ বিপ্লবের ঘনঘোরে সেই যুগ সমাপ্ত হলো। অন্য খণ্ডগুলির জন্য রইল যুদ্ধে-যুদ্ধে-রাষ্ট্রবিপ্লবে ক্ষতবিক্ষত আমাদের শতাব্দী, সার্বভৌম ধ্বংসের সম্মুখীন আমাদের পৃথিবী। প্রথম মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউরোপ, ফ্যাসিজমের ভয়ংকর অভ্যুত্থান, রুশদেশে মহাশুদ্ধির তাণ্ডব, স্পেনে গৃহযুদ্ধ, তারপরেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলি। কৃতজ্ঞতার দ্বিতীয় একটি কারণও আছে। একনায়কতন্ত্রের শাসনে, এক মতবাদের শাসনে, পেশাগত স্বাধীনতার অভাবে, শিল্পীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, যে সংশয়, যে আত্মবিরোধ, যন্ত্রণা তার একটি নির্ভুল দলিল এই আত্মচরিত। বর্তমান শতাব্দীতে শিল্পীর সংকট সম্বন্ধে যিনি পর্যালোচনা করবেন তাঁর কাছে এই গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান বলে মনে হবে।

তিনি বিপ্লবোত্তরকালের, গৃহযুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের, এজেন্ট হিসেবে চেকা কর্তৃক গ্রেপ্তার হন। একবার যিনি জারের পুলিশের কাছে ধরা পড়েছিলেন, একবার তিনি ধরা পড়লেন চেকার হাতে। তিনি বলেছেন রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমনই হোক জেলখানা আর জেলের খাদ্য একই রকম—'A stick ramains a stick, no matter who weilds it.' সোভিয়েট রাষ্ট্রপতিষ্ঠার প্রথম পর্বেই তিনি অনুভব করেছিলেন সেখানে আত্মাহীন দক্ষতার প্রতিবেশী আমলাতান্ত্রিক পদমর্যাদার মদমত্ততা। এই মদমত্ততার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছিল স্টালিনের এক নায়কতন্ত্রে। স্টালিনের জীবিতকালে জীবনের দায়ে এরেনবুর্গকে আয়ত্ত করতে হয়েছিল 'art of remaining silent', সেই মৌন তিনি ভাঙতে সাহস পেয়েছেন স্টালিনের মৃত্যুর পরে মাত্র। স্টালিনের অস্তিত্ব এক অপচ্ছায়ার মতো এই আত্মজীবনীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এরেনবুর্গ ইহুদি, তিনি কসমোপোলিটান, তিনি গৃহযুদ্ধকালে দীর্ঘদিন স্পেনে ছিলেন—এর যে-কোনো একটি অপরাধে সোভিয়েট নাগরিককে মহাশুদ্ধির তাণ্ডবে হারিয়ে যেতে হয়েছে, কিন্তু এরেনবুর্গের কেশাগ্র কেউ

স্পর্শ করেনি। এক সময় তাঁর উপর পুরস্কারের পর পুরস্কারের বর্ষণ ঘটে, অন্য সময় তাঁর লেখা ছাপা হয় না, পরিচিতজনেরা তাঁর সম্পর্কছেদ করে। ষাট বছর বয়সে যখন তাঁর বইগুলি আবার ছাপা হলো, তখন মাত্র সেগুলিই ছাপা হলো যেগুলি স্টালিনের প্রিয়। তিনি শান্তি আন্দোলন নিয়ে *'The Ninth Wave'* লিখেছিলেন রাষ্ট্রীয় নীতির অনুমোদনে, যদিও জানতেন ওটি সাহিত্য হয়নি, হয়েছে স্থূল বিজ্ঞাপনী রচনা। তাই পরবর্তীকালে নিজের রচনাসংগ্রহ থেকে বইটি বাদ দিয়েছেন।

ব্যক্তিপূজা শুধু যে শিল্পবাণিজ্য ও কৃষির অগ্রগতি অবরুদ্ধ করেছিল তাই নয়, শিল্প-সাহিত্যের প্রাণশক্তিকে করেছিল বিনষ্ট। ত্রিশের দশকে মহাশুদ্ধির ভয়ংকর দিনগুলিতে যারা গ্রেপ্তার হয়নি তারাও যেন শেল্-শক্ পেয়েছিল—বিনিদ্র রাত্রিতে কান পেতে থাকত পাছে সিঁড়িতে গোপন পুলিশের পদশব্দ শোনা যায়। লেখকদের পরিণতির নিদর্শন এরেনবুর্গ-বর্ণিত ফাদায়েভের নিয়তি। লেখক-সমিতির কর্মকর্তা হিসেবে ক্রমাগত কমিটি-মিটিং করে লেখক হিসেবে ফাদায়েভ হয়ে গেলেন বন্ধ্য; যে উপন্যাস লিখলেন তাতেও অংশ যোগ করতে হয়, বদলাতে হয় পার্টি-আমলাদের চাপে। আর স্টালিন-অনুগত এই লেখক স্টালিনের মৃত্যুর পরে স্টালিন-বিরোধিতার পরিবেশ সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নেন। এই ফাদায়েভ যাকে প্রোলেতারিয়ান সাহিত্যের বড়ো রাস্তা বলেছেন, সেই রাস্তা সরল ছিল না, ছিল বড়োই আঁকাবাঁকা। তার গতি শুধু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার উপর নির্ভর করত না, নির্ভর করত স্টালিনের পছন্দ এবং মেজাজের উপর। উত্তরকালে এরেনবুর্গ উপলব্ধি করেছিলেন স্টালিনের দেবত্বে প্রতিষ্ঠা হঠাৎ হয়নি, অথবা জনপ্রিয় আবেগের বিস্ফোরণেও ঘটেনি, ব্যক্তিপূজা স্টালিন নিজেই সংগঠিত করেছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে পরিকল্পিতভাবে। এরেনবুর্গকে অনেক অভিজ্ঞতার পরিণামে উদ্দেশ্য আর উপায়ের সামঞ্জস্যের কথা ভাবতে হয়েছে। অন্যায় উপায়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা যায় না, মানুষকে যন্ত্রের নাট-বল্টুতে পরিণত করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা যায় না। 'The means always affects the end, it dignifies or distorts it.' তাই তিনি ১৯৬৬ সালের ৯ এপ্রিল তারিখে এক পাঠকসভায় ঘোষণা করেন, সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের এখন প্রধান দায়িত্ব বিবেকের পুনর্বাসন ঘটানো।

২

এরেনবুর্গ যখন রুশদেশের ছবি আঁকেন তখন তা সাংবাদিকতার ঊর্ধ্বে যায় না, কিন্তু ফরাসি দেশের, বিশেষত পারির বর্ণনায় সহসা যেন তাঁর লেখনী প্রাণ পায়। আত্মচরিতের প্রথম খণ্ডে নবম পরিচ্ছেদ থেকে পারি নগরে লেককের নির্বাসিত জীবনের বর্ণনা। এবং সতেরো থেকে ছাব্বিশ বছর, জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়ে পারি নগরী যে